ভিন্‌দেশ ও ভিন্‌ আচরণ

(৪)

দিলরুবা শাহানা

পৃথিবীতে যত বিচিত্র জাতের মানুষ আছে তাদের খাবার রয়েছে ততোই বিচিত্র ধরনের। কখনো দেখা যায় একজাত বা দেশের খাবারের জন্য অন্য জাতের মানুষ খুবই আগ্রহী এমনকি প্রায় বুভূক্ষু বলা যায়। আবার উল্টোটাও চোখে পড়ে।

খাবার ইস্যু নিয়ে মামলা হয়েছে, শুনেছি পুলিশও ডাকা হয়েছে কোথাও যেন। অষ্ট্রেলিয়ার হেরাল্ড সান পত্রিকায় ২০০০সালে এক বিচিত্র মামলার খবর পড়েছিলাম। এক শ্রীলংকান পরিবারের বিরুদ্ধে তার প্রতিবেশী মামলা করেছে। অভিযোগ শ্রীলংকানদের রান্নার গন্ধে প্রতিবেশীদের জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে উঠেছে তারা প্রতিকার চায়। আদালত ঐ পরিবারকে সমঝে চলার নির্দেশ দেন আর বাদীকেও সম্ভবতঃ সহিষ্ণু হতে বলেন। গল্প শুনেছি নিউইয়র্কে একবার বাংলাদেশী ক'জনে মিলে নানাধরনের শুটকি রান্না করে ভূড়িভোজনের আয়োজন করেন। শুটকির গন্ধে কারা নাকি অস্থির হয়ে পুলিশে খবর দেয় এবং অবস্থা তদন্তে পুলিশ এসে হাজির।

বিরিয়ানীর সুগন্ধে বিদেশীরা পাগল এটা প্রায় সুবিদিত। ইংরেজরাতো ভারতীয় খাবারের ভীষন ভক্ত বিশেষ করে মোগলাই খাবার।

মশলাযুক্ত খাবার এমন লোভনীয় যে মশলার জন্য যুদ্ধ হয়েছে রীতিমত। লেখক সত্যেন সেনের একটি বই রয়েছে 'মশলার যুদ্ধ' নামে তাতে দেখা যায় সাম্রাজ্যলোভীরা কেমন করে মশলাসমৃদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করে নিজেদের মশলার সরবরাহ নিশ্চিত করেছিল। তেমনি ডাচেরা মশলার মোহে ইন্দোনেশিয়াকে কুক্ষিগত করেছিল।

এবার পিজ্‌জা বা পিজার ঘটনা শুনা যাক। এই ইতালিয়ান খাবার আমরা বাঙ্গালিরাও বেশ মজা করেই খাই। বাংলাদেশে পর্যন্ত ডমিনজ পিজ্‌জা, পিজ্‌জা হাট জাকিয়ে বসেছে। এমনকি দেশে দেখলাম পিজ্‌জা কিনে বাসায় এনেও সবাই কাড়াকাড়ি করে খায়। পিজ্‌জা একটি সুবিধাজনক খাবারও। টেলিভিশনে ক্রিকেট বা নজর না সরানোর মত পছন্দসই অনুষ্ঠান থাকলে ক্ষিদা নিবৃত্তির উপযুক্ত খাবার ঐসময়ের জন্য আমার মতে পিজ্‌জা। কাটা বাছতে হয়না, সুরুয়া বা ঝোল ছল্‌কাবেনা। কি খাচ্ছি তাও দেখার দরকার পড়েনা, সুস্বাদু পিজ্‌জা এমন convenient।

এই পিজ্‌জাও যে শুট্‌কি দিয়ে হয় জানা ছিলনা। একবন্ধুর কাছে শুনলাম শুট্‌কি আর সিফুড পিজ্‌জার পাল্লায় পড়ে ওরা পিজ্‌জা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল প্রায়। একবার ওদের বাড়ী আচম্‌কা দু'জন বিদেশী বন্ধূ বেড়াতে এল। একে বিদেশী তার উপর আবার আগমন আচম্‌কা। কি খেতে দেয়, কি খেতে দেয় এই দুঃশ্চিন্তা। যাহোক সমাধান হল পিজ্‌জা। ওদের কাছে জানতে চাইলো কি ধরনের পিজ্‌জা ওদের পছন্দ তাই অর্ডার করবে। বিদেশী বন্ধুরাও দেখা গেল খুব পিজ্‌জাভক্ত। টেলিফোন তুলে ওরাই দোকানে অর্ডার দিল। সিফুড আর এ্যান্চবী(বাতাসী মাছের মত ছোটমাছের শুট্‌কী!) টপিং দেওয়া পিজ্‌জা। ঐ পিজ্‌জার যে মনোহর(!) গন্ধ ছড়িয়েছিল বাড়ীতে তাতে বাড়ীর মালিকের ক্ষিদা আত্মহত্যা করলো। শুধু এই নয়, এরপরেও দীর্ঘদিন পিজ্‌জার নাম শুনলে তাদের গা

গুলিয়ে উঠতো। একজনের জন্য যে খাবার মনোহর আরেকজনের জন্য তা নিতান্তই কষ্টকর।

শুট্‌কি বাংলাদেশের মানুষ পছন্দ করে। শুট্‌কি রান্নার নানান তরিকাও দেখা যায়। তবুও পিজ্‌জার উপড় শুট্‌কি মানতে কষ্ট হয় তাদের।

বোম্বেডাক্‌ বা লইট্টা শুট্‌কির গন্ধ ভয়ংকর। ওটি নাড়াচাড়ার পর গোসল সেরে ফ্রেন্চ পারফিউম গায়ে না ছিটালে এর হাত থেকে রেহাই নেই। এমন ভয়ংকর বোম্বেডাক্‌ বিলাতে ইংরেজ সাহেবরা খুব মজা করে খেতো। না, না, নিজের বাড়ীতে রশুন আর পিয়াজমরিচ দিয়ে ভুনা করে নয়, ঐ শিল্প ওদের জন্মেও আয়ত্ব হবেনা। ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টে রান্না ডাল স্যুপ দিয়ে ডুবো তেলে মুচমুচে করে ভাজা বোম্বেডাক্‌ সাদাসাহেবদের খুব পছন্দীয় এক খাবার ছিল। যা Entrée বা Starter হিসাবে চলতো ওদের। পরে একসময়ে (সম্ভবতঃ বছর পনেরো কি কুড়ি আগে) ঐ বোম্বে ডাক শুটকিতে বিলাতে অস্বাস্থ্যকর কিছুর সন্ধান পাওয়াতে সরকারের নির্দেশে রেষ্টুরেন্টে ঐ শুটকি বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়।

রাশিয়ানরা বিয়ারের সাথে কাচা শুটকি (মানে রান্নাও নয়!) খায়। আমাদের জন্য ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। তবে তাতে গন্ধ নেই, মাছের আশটাশ ছাড়িয়ে, নাড়িভূড়ি ফেলে ধুয়ে পরিষ্কার করে তবে শুকানো। কিয়েভে হোষ্টেলে থাকার সময়ে দেখেছি সামার শেষে ছাত্ররা বাড়ী থেকে ফেরার সময় আরও অনেককিছুর সাথে ঐ শুটকিও কখনো কখনো আনতো।

আর জাপানীরাতো মাছই কাচা খেয়ে ফেলে।

টিভিতে এক ডকুমেন্টারীতে একবার দেখিয়েছিল পাপুয়া নিউ গিনির জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষের খাদ্যাভাস। বড়বড় গাছ ঠুকে ওরা সেই জায়গা বের করতে পারে যেখানে রেশমপোকার মত দেখতে তবে আরও নাদুস্‌নোদুস্‌ পোকা থাকে। ওরা জায়গাটা খুঁজে পেলেই আঙ্গুলের চাপে জায়গাটা ভেঙ্গে দুই আঙ্গুলে পোকাটা তুলে এনে চট্‌ করে মুখে পুড়ে দেয়। তারপর কচ্‌কচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। টিভিরই আরেক ডকুমেন্টারীতে দেখিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়ান এ্যাবোরিজিন দুই মহিলা লালরঙ্গা উষর প্রান্তরে দৌড়ে ঝাপিয়ে বিড়াল ধরে এনেছে খাবে বলে।

কারো কারো খাবার অন্য কারো কাছে ভাল লাগতে পারে আবার কারো খাবারের কথা শুনলে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হতে চায়। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক ও আরও কোন একদেশের সহযোগীতায় মহাসড়ক নির্মানের সময় কোরিয়ান ইঞ্জিনিয়াররা এসেছিল। ফরিদপুরে এরা ছিল নির্মান দেখাশোনার জন্য। শুনেছি এরা নাকি সন্ধ্যাবেলা জালের মাঝে রাস্তার ভবঘুরে কুকুর ধরতো। এলাকার মানুষ জানতো না কোরিয়ানরা কুকুর খায়। যখন জানলো তখন তাদের আত্মারাম খাঁচা ছেড়ে পালানোর জোগার হয়।

মেলবোর্নবাসী বাংলাদেশের মানুষ একজন ব্যবসায়ীকে কোরিয়ায় সাদরে পরিবেশিত খাবারে আপ্যায়িত হওয়ার কথা শুনে মনে হবে বাপ্‌রে দরকার নাই ঐ আদরে। ভদ্রলোককে ব্যবসার কাজে অনেক দেশে যেতে হয়। নানা জাতের, নানা সংস্কৃতির মানুষের সাথে উঠ্‌বস করতে হয়। পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে বেশ অনেক কায়দা চট্‌ করে বের করতে পারেন।

কোরিয়ায় যাওয়া হয় প্রায়ই। উনার ব্যবসা সহযোগীদের সাথে বন্ধুন্ত্ব তৈরী হয়েছে। তাদেরই একজন এক কুকুরওয়ালী মহিলা। গেলে দেখা হলেই মহিলা তার বাড়ীতে সবাইকে নিজহাতে খাবার তৈরী করে খাওয়াবে এই ইচ্ছে জানাতো। ছোট্ট সুন্দর কুকুরটিও মহিলার সাথে সাথেই থাকতো।

তো একবার ঐ বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সম্মানে ভদ্রমহিলা সবাইকে ডিনারে ডাকলেন। খাবার আসা শুরু হল। দেখা গেল বাটীতে করে লাল চমৎকার মাংশ এসেছে। আমন্ত্রিত এক কোরিয়ান বন্ধু উনাকে বললেন,

'দেখ তোমার জন্যই আজ এই বিশেষ খাবার!'

তারপর দুইহাত দিয়ে ছোট্ট কুকুরটির আকার ইঙ্গিতে বোঝালেন। তারপর আরও যা বললেন তাতে অবস্থা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' হওয়ার কথা। তবে ঐ ঝানু স্মার্ট ব্যবসায়ী অস্ত্রটি ভালই ছুঁড়লেন। তাতে সাপও মরলো লাঠিও ভাঙ্গলোনা।

'ওর কোলে চড়ে যে পাপিটা(বাচ্চা কুকুরটা) ঘুরে বেড়াতো তাকেই সে আজ তোমার জন্য রান্না করেছে।'

এই আদরের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য উনার তৎক্ষণাত উত্তর,

'ঈশ্ আগে জানালে এই কষ্ট ওকে করতে হতোনা, আমারতো মাংশে দারুন এলার্জী।'

ভদ্রমহিলা যে কষ্ট করে রান্না করেছেন উনি বোধহয় সেই কষ্ট বুঝাননি। কুকুরটার কষ্টের কথা বললেন মনে হল?

উনার কৌশলটা মাথায় লিখে রাখলাম। দরকার পড়লে কাজে লাগানো যাবে।

খাবার নিয়ে গল্পের যে ঝুড়ি তা ছোটখাট নয়। তাই বলছিকি এইটুকুই থাক আজকের মতো। ঐ ঝুড়ি একদিনে উজার করে ঢালাও যাবেনা, তাছাড়া খাবারে বেশী আগ্রহ(আসলে কি খাবার? নাকি লাভের অতিরিক্ত লোভ থাকলে?) থাকলে যে যুদ্ধ হয় ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে। তাই খাবার নিয়ে অতো গল্পের দরকারও নাই বোধহয়।

*এই লেখাটি একটি সিরিজ প্রবন্ধের অংশ।